দৈনিক
আলোর বার্তা
The Daily Alor Barta
দেশ, মাটি ও সাধারণ মানুষের কথা বলে
ঢাকা, সোমবার ❐ ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬ ❐ ১১ পৌষ ১৪১৩ বাংলা ❐ ৩ জিলহজ্ব ১৪২৭ হিজরী

মানব সম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

ড. এম. আজিজুর রহমান

মানব সম্পদঃ মানব সম্পদ হলো সুশিক্ষিত ও কার্যক্ষম জনগোষ্ঠি। প্রকৃত শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানব জাতির জ্ঞান বৃদ্ধিও বিকাশ, আনন্দ-অনুভূতি, আগ্রহ তথা মানসিক দিকের বিকাশ এবং দেহতন্ত্রের সুষম বিকাশের মাধ্যমে এই সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। কেননা শিক্ষা সভ্যতার উপকরণ, মানুষের মানবিক বিকাশ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির হাতিয়ার। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সুখ সমৃদ্ধির স্বপ্ন পূরণ কিংবা সমস্যা মোকাবিলা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের সামর্থ যোগায় সেটি ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত যে দৃষ্টিকোন থেকেই হোক না কেন। তাই মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোন দেশের জাতীয় আয় যেমন তার প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত, অন্যদিকে দেশের মানুষের গুণগতমানের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সমাজ ও আন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের সক্রিয়তা ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে যে বিনিয়োগ করে তার সবটুকুই বস্তু সম্পদ নয় মানব সম্পদও তার একটি বড় অংশ। কার্ল মার্কস মানুষকে তাই 'মানবীয় মূলধন' হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

ড. এম আজিজুর রহমান

মানসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি মূলত্যঃ ব্যক্তির সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ, ব্যক্তির মনোভাবের পরিবর্তন এবং ব্যক্তির মধ্যে কর্মমুখী প্রেষণা সঞ্চার করে থাকে। ব্যক্তির মধ্যে এ সব (২-এর পাতায় ৭-এর কলামে)

মানব সম্পদ উন্নয়নে

দিকের পরিবতন আনতে পারে শিক্ষা। তাই মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকাই প্রধান।

সুষম বন্টনঃ একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অর্থ-সম্পদ অর্জন ও মূলধনের সুষম বন্টন যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদের সুষম বন্টন। মানব সম্পদকে সমাজের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন এবং যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমৃদ্ধ জাতি গঠনের সহায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা একমাত্র সুষম বন্টনই এই সম্পদকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারে। সুষম বন্টনের তথ্য হলো ধনী-গরীব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান। মানুষের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, গ্রহণ করার ক্ষমতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমান নয়। তাই বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে খরচ বহনের দায়-দায়িত্ব ধনী ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এতে করে মেধাবী গরীব ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহ হারাবে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় বহনে অপরাগতার কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত হবে। তাই শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অবাধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি এবং গবেষণামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য মানব সম্পদের সুষম বন্টন একান্ত আবশ্যক।

দেশে প্রায় দুই ডজন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং অর্ধ শতেরও বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখা যাচ্ছে শুধু মাত্র আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। অনেক গরীব ও মেধাবী ছাত্ররা অর্থ সংকটের কারণে পাবলিক পরীক্ষায় ভাল প্রস্তুতি ও ফলাফল করতে না পেরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ঢুকতে পারছেনা।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীমিত আসনের কারণ অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই শূন্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ও অবাধ সুযোগ সৃষ্টি কল্পে এবং উচ্চ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্যে অত্যন্ত আধুনিক এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে টিচিং এইডস বা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অর্জিত অর্থ-সম্পদ ও মূলধনের সুষম বন্টন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে সম্পদ অর্জন করি তা মানব সম্পদ। দারিদ্র্য পীড়িত এ দেশের উন্নয়নে মানব সম্পদের সুষম বন্টন প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বরকমের গরীব-ধনীও মেধাবী শিক্ষার্থীদের অবাধ সুযোগ প্রদান করতে পারলে মানব সম্পদের সুষম বন্টনের কাজটি অনেকাংশেই সম্পন্ন করা সম্ভব।

একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়লেই দেশটিকে সুউন্নত দেশ বলা যায় না যদি সেখানে সম্পদ ও মানব সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত না হয়। অর্জিত অর্থ-সম্পদ ও মূলধনের মতো লেখাপড়া ও বিদ্যার্জনের মাধ্যমে মানব সম্পদ তৈরি হয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নকল্পে এই সুশিক্ষিত মানব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উচ্চ শিক্ষা প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দায়-দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ দায়িত্ব হলো মানব-সম্পদ তৈরি ও এর সুষম বন্টন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় করদাতাদের প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বাবদ প্রদত্ত অর্থে। এছাড়াও গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়ন হচ্ছে। কাজেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে কর দাতাদের মানব সম্পদের সুষম বন্টনের মৌলিক কিছু দাবি থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে কারো এ ধরনের দাবির সুযোগ সীমিত। তথাপি মানবিক কারণে ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে শিক্ষা ও মানব সম্পদের সুষম বন্টন ক্রমান্বয়ে নিশ্চিত করে চলেছে।

বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় বিনা বেতনে পড়ানোর বা বৃত্তি প্রদানের যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে তাতে ধনী-গরীব বিচার বিবেচনা করা হয় না। যার ফলশ্রুতিতে মানব সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হচ্ছে না। একথা সত্য যে সব মেধাবী শিক্ষার্থীই গরীব নয়। আগে দেখা যেতে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের যেমন স্কুল শিক্ষক ও পোষ্ট মাষ্টারের ছেলেমেয়ে বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান করে নিত। এখন যে সব ছেলেমেয়ের বাবা মা পড়ালেখার পেছনে বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারছে অর্থাৎ ছেলে-মেয়েদের গৃহ শিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের সহায়তা দিতে পারছে সে সব ছেলেমেয়েই পরীক্ষায় ভাল ফল করছে। অপর দিকে দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তানেরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ সুযোগের অভাবে অনেকেই ভাল ফল অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। যার ফলে সত্যিকারের মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এ অবস্থা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না। ছাত্র ভর্তির সময় বাবা মায়ের আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলো যাচাই-বাছাই করে শুধুমাত্র সত্যিকারের মেধাবী তথা গরীব শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে বা বৃত্তি দিয়ে পড়ালেখার সুযোগ দিলে মানব সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা যাবে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে পারলে একটি দেশের মেরুদণ্ড যে সুদৃঢ় হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ দিয়ে একসাথে শিক্ষার সবস্তরের চাহিদা পুরণ সম্ভব নয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে যেটা সবচেয়ে জরুরি তা হলো পর্যায়ক্রমে শিক্ষার স্তরসমূহের ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং এক্ষেত্রে প্রথমেই নজরদারী দৃঢ় করা দরকার প্রাথমিক শিক্ষার দিকে। প্রাথমিক শিক্ষাকে পরিপুষ্ট করে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট এমন যে, সরকার নানবিধ প্রতিকূলতায় সব সেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করতে পারছে না, অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন দিতে পারছে না, চাকরি নিয়মিত করতে পারছে না, যার প্রেক্ষিতে আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে অনশন কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হয়েছে। একটি জাতির মেরুদণ্ড তৈরির প্রাথমিক ভিতরের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় স্বাভাবিকভাবেই জাতির ভবিষ্যৎকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার অশনীসংকেত বহন করে। অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত বিপরীত চিত্র ধারণ করছে। সরকার বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ১টি করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের চাহিদা পরিপূরণের পর তা বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়।

পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করণের পর যদি সরকার এহেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা জাতির জন্য অথার্থ কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আমি মনে করি।

মান সম্পন্ন শিক্ষা, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারঃ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশে প্রায় দু'ডজন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট মিলে বছরে শত শত কোটি টাকা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যে বরাদ্দ করতে হয়। এই অর্থ আসে দেশের সাধারণ মানুষের কর প্রদানের অর্থ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই, কর প্রদানকারী জনগণের কিছু দাবি দাওয়াও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে থাকতে পারে বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন এমনভাবে করা উচিত যেতে জন্মাদীর্ণ এই বাংলাদেশের গ্রাজুয়েটগণ যে কোন দেশের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান উপযোগী না করে আবেদন করতে পারে। বহির্বিশ্বে নিয়োগকারী সংস্থাগুলো যদি আমাদের দেশের গ্রাজুয়েটদের সার্টিফিকেট ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে সাদরে গ্রহণ করে তবেই বিদেশে চাকরিরত বাংলাদেশিদের কাছে থেকে পাঠানো রেমিটেন্স আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় আরো বাড়বে। বর্তমানে বহির্বিশ্বে চাকরিরত অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক থেকে দেশে রেমিটেন্স আসছে। ভবিষ্যতে দক্ষ ও শিক্ষিত জনসম্পদ থেকে রেমিটেন্স প্রাপ্তি যাতে সুনিশ্চিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

কর প্রদানকারী নাগরিক হিসেবে আমাদের আরও প্রত্যাশা থাকবে যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উন্নয়ন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবে। জাতিকে উন্নয়ন গবেষণার মডেল উপহার দিক যার ভিত্তিতে এ দেশ আরো উন্নতি করতে সক্ষম হবে।

(চলবে)